পর্ব ১৫

Temperature Measurement and Proxies

তাপমাত্রা পরিমাপ এবং পদ্ধতি

দ্যা সায়েন্স কমিউনিকেটর ফোরাম এর পক্ষে রাজ্যেশ্বর সাহা

পটভূমি

(এই আলোচনায় পুরোটাই হবে যে আশেপাশের গ্রাম এমন কি শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্বাসকষ্ট সহ বিভিন্ন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে এমন কি প্রচুর পোকার উপদ্রব হয়েছে। কিন্তু কেন এই পোকার উপদ্রব তার সাথে কি বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি যোগ সূত্র রয়েছে? সেই বিষয়ে তালপুকুর অঞ্চলের এই সচেতন সায়েন্স ক্লাব তৎপর হয়েছে। এই ক্লাবের প্রধান একজন মাষ্টার মশাই। রাজশেখর বাবু বয়স ৩৮ বছর। তিনি সবাই এর কাছে স্যার নামে পরিচিত। আর অন্যান্য সদস্য সবাই ছাত্র ছাত্রী। বাপন ২৪, ঐশ্বর্য, ২৩, সুপ্রিয়, ২১, মেহুলি, ২১, সন্তু, ২৩, মধুপর্ণা, ১৯, অঙ্কন, ২৪ বছর। তবে এর মধ্যে ঐশ্বর্য ও বাপন মাষ্টার্স করছে বাকী রা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পড়ছে।

এদের সবাইকে নিয়ে স্যার রাজশেখর বাবু নিয়ে যাচ্ছেন কলমী ডাঙ্গায় –

স্যার রাজশেখর বাবু – (৩৮) (পুরুষের সাধারণ কণ্ঠস্বর)

সিনিয়র দিদি অর্পিতা, ২৬ (সুরেলা মিষ্টি মহিলা কণ্ঠস্বর)

ছাত্রী ঐশ্বর্য – ২৩ (সুরেলা মহিলা কণ্ঠস্বর)

ছাত্রী মেহুলী – ২০ (সাধারণ মহিলা কণ্ঠস্বর)

ছাত্রী মধুপর্ণা - ২১ (সাধারণ মহিলাকণ্ঠস্বর)

ছাত্রী অঙ্কিতা - ২১(সাধারণ মহিলা কণ্ঠস্বর)

ছাত্রী মৌমিতা - ২৩(সাধারণ মহিলা কণ্ঠস্বর)

ছাত্র বাপন - ২৫ (সাধারণ ছাত্রের কণ্ঠস্বর)

ছাত্র সন্তু - ২২ (সাধারণ ছাত্রের কণ্ঠস্বর)

ছাত্র সুপ্রিয় - ২১ (সাধারণ ছাত্রের কণ্ঠস্বর)

ছাত্র অঙ্কন - ২৪ (সাধারণ ছাত্রের কণ্ঠস্বর)

ছাত্র উজ্জ্বল - ২৪ (সাধারণ ছাত্রের কণ্ঠস্বর)

ছাত্র রাজু - ২৫ (সাধারণ ছাত্রের কণ্ঠস্বর)

আবহাওয়াবিদ্ অরুনাভবাবু ৫৫ (গমগমে পুরুষ কণ্ঠস্বর)

পরিবেশবিদ্ রাজর্ষি বাবু ৭০ (ভারী পুরুষ কণ্ঠস্বর)

মশলা মুড়িওয়ালা ২৯ (পুরুষ হকারের কণ্ঠস্বর)

দৃশ্য – ১

স্যার রাজশেখরবাবু সহ

তালপুকুর অঞ্চলের সচেতন সায়েন্স ক্লাবের সমস্ত সদস্যরা একত্রিত হয়েছে যে আগামী কাল আমরা যাব উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় একটি সচেতনতা শিবিরে অংশগ্রহণের জন্য

ঐশ্বর্যঃ- স্যার আমরা কিভাবে যাব?

স্যারঃ- কেন আমরা আগের বারের মতো যাব।

বাপনঃ- স্যার তার মানে সেই শিয়ালদহ স্টেশনে নর্থের দিকে সবাই দাঁড়াব।

অর্পিতাঃ- হ্যাঁরে ঐ সেই আর.পি.এফ. ক্যাম্পের সামনেই।

মেহুলিঃ- স্যার যেটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছেন তাতে তো, ও মানে সাড়ে দশটায় পৌঁছতে হবে বলেছেন।

স্যারঃ- সন্তু তোমাকে যে বলেছিলাম, পরিবেশ দূষনের উপর একটা লেখা তৈরী করতে, করেছ?

সন্তুঃ- হ্যাঁ, স্যার করেছি।

স্যারঃ- কই কেমন করেছ? একটু পড়ো তো শুনি।

মধুপর্ণাঃ- সন্তু তুই পড় আমি রেকর্ড করব।

সন্তুঃ- স্যার, সভ্যতার যত বিকাশ হচ্ছে, বিজ্ঞানের যতই অগ্রগতি ঘটছে, আমরা ততই প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছি। অগ্রগতি যতই ঘটুক আমরা পরিবেশ প্রকৃতির উপর একান্ত নির্ভরশীল। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় অরণ্য সম্পদের যে বিশাল ভূমিকা আছে এটা চির সত্য আর এই ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সকলের, তাই না।

প্রতিদিন যেভাবে আমাদের বনসম্পদ নষ্ট হচ্ছে যেভাবে বায়ুদূষিত হচ্ছে এখনও যদি আমরা তা প্রতিরোধ না করতে পারি তাহলে অচিরেই শুধু বন সম্পদ নয় বিপন্ন হবে সমস্ত প্রাণীকূল। আর সৃষ্টি হবে বিভিন্ন ক্ষতিকারক পোকা, ফলে যে সবুজের সমারোহে গাছ প্রাণী পাখী তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিপন্ন হবে এই বসুন্ধরা।

স্যারঃ- (হাসিমুখে) সন্তুর পিঠে হাত দিয়ে বলল যে বেশ ভালো হয়েছে। তারপর সায়েন্স ক্লাবের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল চল রাত ৯টা বেজে গেল কাল সকালে দেখা হবে।

মৌমিতাঃ- স্যার, আমরা তাহলে রিটার্ন টিকিট কেটে ঐ আর.পি.এফ. ক্যাম্পের সামনে ওয়েট করব।

সুপ্রিয়ঃ- হ্যাঁ দিদি, আর দিদি তুমি একটু ১৮/৫৫ লেন্সটা আনবে কিন্তু মনে করে।

অর্পিতাঃ- চল এবার বেরোন যাক, স্যারচলুন তাহলে।

অর্পিতাঃ- হ্যাঁরে সুপ্রিয় আমি তো এর আগেও গিয়েছি কলমীডাঙ্গাতে। ওখানকার মানুষজন কী সচেতন। স্থানীয় পুকুর, গাছপালাকে যেন নিজের সন্তান, পরিবার মনে করে।

<u>পরের দিন</u>

ঐশ্বর্যঃ- গুড মর্নিং স্যার, আপনি কখন এসেছেন?

স্যারঃ- এই তো দশ মিনিট আগে। আচ্ছা ঐশ্বর্য তুমি একটু অর্পিতাদিকে দেখতো

ঐ তো স্যার সুপ্রিয়, সন্তু, বাপন এক এক করে সবাই এসে গেল কিন্তু অর্পিতা

ঐশ্বর্যঃ- স্যার, অর্পিতাদিকে ফোন করেছি, দিদি বলল যে শিয়ালদায় চলে এসেছে।

অর্পিতাঃ- গুড মর্নিং স্যার, গুড মর্নিং এভরিবডি।

<u>ট্রেনের আওয়াজ</u> (স্টেশনের কোলাহল)

স্যারঃ- এই অর্পিতা মধুপর্ণাকে তো দেখছি না ট্রেন স্টেশনে ঢুকে গিয়েছে।

মধুপর্ণাঃ- এই তো স্যার। চলো চলো।

স্যারঃ- আচ্ছা অর্পিতা একটু দেখে নাও তো সবাই যেন একসাথে থাকে।

অর্পিতাঃ- চলো চলো সবাই বসতে পেরেছিস।

মেহুলীঃ- হ্যাঁ দিদি, আমরা সবাই একসাথেই

বাপনঃ- ট্রেন মনে হয় ছাড়ছে, সাইরেনের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আজ রবিবার তাও দেখ কত ভিড়, যাই হোক চলো।

মধুপর্ণাঃ- (হাসিমুখে) বাপনদা তুমি যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা বলছিলে না, তবে আমি তো এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নই, তবে আমার মনে হয় তাপমাত্রা বৃদ্ধির পিছনে তো আমরাই দায়ী, তাই না।

মেহুলীঃ- তুমি বিশ্ব উষ্ণায়ণের কথা বলতে চাইছো, ... আমি জানি আমাদের স্কুলের শিক্ষক পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ব্যাপারে আমাদের বলেছিলেন যে অত্যধিক হারে গাছ কাটার ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড এর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে।

উষ্ণমন্ডলেও ওজোনের মাত্রা বাড়ছে যা প্রাণীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। গাড়ির ইঞ্জিনের দূষিত ধোঁয়া বাতাসে মিশছে।

স্যারঃ- তোমাদের আলোচনা বেশ জোরালো হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন ট্রেণের মধ্যেই সেমিনার শুরু হয়ে গেছে। (এই কথা শুনে সবাই হেসে উঠল)

ঝালমুড়িওয়ালাঃ- ঝাল মুড়ি, ঝাল মুড়ি, স্পেশাল ঝাল মুড়ি বলে ঝাল মুড়ি মাখানোর অ্যালুমিনিয়ামের মগটা একটা হাতা দিয়ে টক্ টক্ শব্দ করতে করতে প্রবেশ আমাদের কামরায়)

স্যারঃ- কত করে মশলা মুড়ি দাদা?

মশলামুড়িওয়ালাঃ- ১০ টাকা করে, তবে তেরোটা দাও আর হ্যাঁ দুটো মশলা মুড়িতে লঙ্কা দেবে না কিন্তু।

অঙ্কনঃ- মশলা মুড়ি খেতে খেতে বলল বেশ কয়েকদিন ধরে পেপারে পড়ছিলাম যে স্যার,বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বিভিন্ন পোকামাকড়ের উদ্ভব হয়েছে, তারা ফসল নষ্ট করছে ফলে চাষীরা ফসল বাঁচানোর জন্য কীটনাশক ব্যবহার করছে, ফলত সেই বিষ আমাদের শরীরেই আসছে, বাসা বাধছে ক্যান্সার, শ্বাসকষ্ট সহ মারণ রোগ।

অঙ্কনঃ- আচ্ছা স্যার কলকাতা থেকে এত দূরে একে বারে কলমীডাঙ্গায় কেনই বা বিশ্ব উষ্ণায়ন এর সেমিনারটা হচ্ছে।

স্যারঃ- আগে পৌঁছই, তাহলে বুঝতে পারবে। দেখতে পাবে ওখানকার মানুষজন কত সচেতন। যেটা আমাদের সকলের করা উচিত। পরে আমরা সচেতনতামূলক ভ্রমণে এখানে আনবো সবাইকে। কেমন হবে অর্পিতা?

<u>দৃশ্য দুই</u>

অর্পিতাঃ- হ্যাঁ স্যার একদম ঠিক বলেছেন। স্যার আমাদের উল্টো সিটে বসে থাকা এক ভদ্রলোক দেখি আমাদের দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে, আমাদের কথাগুলো শুনছেন মন দিয়ে। (আসতে আসতে বলছে)

ঐ যে স্যার, ঐ যে আপনার সামনে ঐ ভদ্রলোক। উনিও নাকি যাচ্ছেন ,

তারপর আমাদের হঠাৎ বলে উঠলেন উনিও নাকি আজ কলমীডাঙ্গার সেমিনারে যাচ্ছেন।

নমস্কার। তোমাদের আলোচনা শুনেছি।

স্যারঃ আপনার টিমটা বেশ ভালোই।

আমার নাম বিশ্বায়ন দাঁ। আমি পরিবেশ নিয়ে কাজকর্ম করি।

বিশ্বায়ন বাবুঃ- স্যার, আপনি যেভাবে আপনার ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশের প্রতি ভালবাসতে শিখিয়েছেন তা আমি আপনাদের আলোচনা শুনেই বুঝতে পেরেছি। বর্তমান সমাজে এটা খুব প্রয়োজন। আমিও যাচ্ছি ঐ সেমিনারে।

স্যারঃ- অঙ্কন, মেহলী, মধুপর্ণা, বাপন, সুপ্রিয় তোমাদের যদি কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে বিশ্বায়নবাবুকে করে নিতে পারো।

অর্পিতাঃ- স্যার এই আলোচনাকে আমি কিন্তু ফ্রেম বন্দি করব, বলেই ক্যামেরার স্যাটারে চাপ পটাপট করে কয়েকটা ছবি তুলে নেয়। (ক্যামেরার স্যাটারের আওয়াজ)

বিশ্বায়ন বাবুঃ আজ একথা অস্বীকারের কোন উপায় নেই, যে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে কার্বন জ্বালানি মানে – কয়লা তেল, গ্যাস নির্বিচারে পুড়িয়েছি, ফলত, ২৫০ বছরে বিপুল পরিমানে কার্বন ডাই অক্সাইড মিশেছে।

অঙ্কনঃ- স্যার মানে সেই ২৫০ বছর থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড মিশে আসছে মানে তখন থেকেই পৃথিবী উষ্ণ হচ্ছে, ...বাবা.....

বিশ্বায়নবাবুঃ- শেষ হিম যুগে ৬০,০০০ বছর আগে থেকে ১৮,০০০ বছর আগে পর্যন্ত বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ছিল ১৯০-২০০ পিপিএম. আবার ১৮০০০ বছর আগে এই মাত্রাটি বেড়ে দাঁড়ায় ২৬৫পিপিএম.

অর্পিতাঃ এ বাবা। মারাত্মক তো। এত দূষণ !

বিশ্বায়ন বাবুঃ এই পর্যন্ত ও ঠিক ছিল। ১৯০০ সাল পর্যন্ত বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের যেরকম থাকার কথা ছিল মানে ২৬০-২৮০ পিপিএম, কিন্তু ঘটনা টা হল গত ১০০ বছরে এখন এটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭০-৩৮০ পিপিএম যা বিগত ৭,৪০,০০০ বছরের ইতিহাসে কখনো হয় নি, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মধুপর্ণাঃ তাপমাত্রা যা বাড়ছে,সেটা বুঝব কি করে স্যার?

বিশ্বায়ন বাবুঃ হ্যাঁ খুব ভালো প্রশ্ন করেছ। আর কি কারোর প্রশ্ন আছে তাহলে আমি একসঙ্গে উওর দেব।

মেহুলীঃ- স্যার, আমার একটা প্রশ্ন আছে।

বিশ্বায়নবাবুঃ- হ্যাঁ বলো,

মেহুলীঃ- স্যার এই তথ্য গুলোই বা কে রাখছে? আর যারা এই তথ্য গুলো দেয় তারা কি সব সময় ঠিকঠাক তথ্য দেয়।

বিশ্বায়নবাবুঃ- তুমি ঠিক বলেছ। আমাদের সবসময় ওই সব তথ্য আর বিশ্লেষণ এর উপর নির্ভর করতে হয় নাহলে এই ব্যাপারে আমাদের ছবিটা পরিষ্কার হবে না।

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মৌনালোয়া আগ্নেয়গিরির নাম তোমরা শুনেছ তো?

অর্পিতাঃ হ্যাঁ স্যার,শুনেছি, শুনেছি।

বিশ্বায়ন বাবুঃ আমেরিকার ন্যাশনাল ওসিয়ানিক এন্ড অ্যাটমসফেরিক এডমিনিস্ট্রেশন এর মতে একটানা কার্বন ডাই অক্সাইড এর পরিমাপের সবচেয়ে পুরোনো স্থান হল এই মৌনালোয়া।

স্যারঃ- নাও মশলামুড়িগুলো নরম হয়ে ন্যুইয়ে গেল, খেয়ে নাও।

রাজুঃ- (মোবাইলের রিং টোন বেজে উঠল) স্যার, অরুণাভবাবু ফোন করছেন মনে হয় আপনাকে ফোনে পান নি।

(রাজু ফোনটা রিসিভ করে বলল)হ্যাঁ স্যার বলুন।

অরুণাভ বাবুঃ- কোথায় তোমরা? অনেকবার রাজশেখর বাবুকে ফোন করছি। ফোনে পাচ্ছি না।

রাজুঃ- এই তো স্যার এবারে নামব।

অর্পিতাঃ- হ্যাঁ হ্যাঁ চলো চলো, সবাই চলো লেটস্ গো।

বিশ্বায়নবাবুঃ- হ্যাঁ যেটা বলছিলাম, (হাঁটতে হাঁটতে) পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাপ করা হচ্ছে,বিজ্ঞানীরাও কিন্তু বসে নেই।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির পিছনে কার্বন ডাই অক্সাইডের ভূমিকা প্রধান। আবহাওয়া বিদ্‌রা শুধু স্থল অঞ্চলের উপরের পরিমাপ করছে না। সমুদ্রের উপরিভাগের তাপমাত্রাও মাপছেন। বুঝলে তো।যেমন ধর ইউনাইটেড কিংডমের ইষ্ট আঞ্জিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যাড্‌লি সেন্টারের জলবায়ু গবেষণা দফতরের সাথে যুক্ত, এই বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন।

বাপনঃ- তার মানে স্যার, এই যে কয়েক কোটি গাড়ী চলে তার থেকে ব্যাপক পরিমাণে দুষণ ঘটছে।

মধুপর্ণাঃ- বাপনদা, গাড়ী তো আছে, এখন তো আবার আমাদের একটা চল হয়েছে যে কোন অনুষ্ঠানে বাজি ফাটাতে হবে হাজার হাজার টাকায়, তা প্রিয়জনের বিয়ে হোক আর ভারতীয় দলএর জয় হোক বাজি ফাটাতে দূষণ আনতে হবে।

কারোর পৌষ মাস কারোর সর্বনাশ। (হেসে)

স্যারঃ- চোখদুটো বড় বড় করে হাসলেন। চলো এই তো সাদা বাড়িটাতে হচ্ছে।

অর্পিতাঃ- এই তো সেই গবেষণা সমিতি, বাড়িটা।

সন্তুঃ- আচ্ছা স্যার মাত্র একটা তথ্যসূচী দিয়ে কি করে সারা পৃথিবীর তাপমাত্রা মাপতে পারবে।

বিশ্বায়নবাবুঃ- যেমন ধরো, আমেরিকার নাসা গদারড ইনস্টিটিউট ফর স্পেস সায়েন্স, ন্যাশনাল ওসিয়ানিক এন্ড অ্যাটমোসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে যুক্ত হয়েছে এর আরও একটা তথ্যসূচী দিচ্ছে। সেদিন একটা জার্নালে পড়ছিলাম।

উজ্জ্বলঃ স্যার আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের ব্যাপারে জাপানও নাকি কাজ করছে।

বিশ্বায়ন বাবুঃ একদম ঠিক বলেছে। জাপানের মেটেরোলজিক্যাল এজেন্সীও একটা তথ্যসূচী তৈরী করেছে। যার থেকে জানতে পারিছি পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড কতটা দায়ী।

মধুপর্ণাঃ- স্যার , তবে ভূগোল বইতে পড়েছিলাম যে কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট নাকি পৃথিবীর তাপমাত্রা মাপে।

হ্যাঁ তুমি ঠিক ধরেছ। বাঃ বাঃ তোমার তো বেশ মনে আছে দেখছি।

চলো চলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো অনেক কথাই হল এবার তোমরা চা, টিফিন টা করে নাও তো

বাপনঃ- স্যার, এখানে তো সূর্যমুখী, গোলাপ, রজনীগন্ধা, কতো ফুলের গাছ, আয়ুর্বেদিক, ভেষজ গাছ কী নেই, এখানে?

স্যারঃ- হাসতে হাসতে, এই দেখ এখানেই হরিতকী, বহেড়া গাছ ও আছে

অর্পিতাঃ- চল, মেহুলী, মধুপর্ণা আমরা টিফিনগুলো হাতে হাতে করে নিয়ে নিই।

সন্তুঃ- চলো ঐ ফুলগাছের পাশে চেয়ার পাতা আছে ওখানেই একসাথে খেয়ে নিই চলো।

স্যারঃ- চা বিরতি কিন্তু দশ মিনিট, একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে কিন্তু। (গম্ভীর গলা)

অঙ্কিতাঃ- অর্পিতা দি তোমার খাওয়া শেষ হল, দিদি আমি দেখে এলাম বিশ্বায়ন স্যার আর একজন স্যার মঞ্চের কাছে বসে আছেন আর আমাদের ট্রেনের গল্পগুলো করছেন।

স্যারঃ- চলো আর গল্প নয়, সুপ্রিয়, ছবি আর এখানে নয়। সেমিনার রুমে চলো।

তোমরা বিশ্বায়ন স্যার কে তো চেনোই, ওখানে আরেকজন স্যার থাকবেন তিনি অরুণাভবাবু, উনি একজন আবহাওয়াবিদ্। চলো সবাই।

ঐশ্বর্যঃ- স্যার আমি, আর উজ্জ্বল সামনের চেয়ারে বসছি। আমরা রেকর্ড করব। (সেমিনার রুমে ছাত্র ছাত্রীদের কথাবার্তার আওয়াজ)

স্যারঃ- সুপ্রিয়, রাজু তোমরাও চলে যাও। ছবি তুলতে হবে, ঘর ভর্তি ছাত্রছাত্রী সহ বিশিষ্ট জন রা রয়েছেন আর রাজু আমাদের সবাইকে বলে দাও মোবাইল্টা যেন সাইলেন্টে রাখে।

রাজুঃ- ও কে স্যার।

অরুণাভবাবুঃ- জলবায়ু সম্পর্কে আন্তঃ সরকার প্যানেল, সংক্ষিপ্ত ভাবে যাকে ইংরাজিতে বলে আই পি সি সি অর্থাৎ ইন্টার গভরমেন্ট প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ। এই আই পি সি সি র রিপোর্টে পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের ভাবনা চিন্তার অজ্ঞতাকে আর উষ্ণ করে তুলেছে। বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী উষ্ণতার আশঙ্কায়।

আপনারা ভাবলে অবাক হবেন বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব এতটাই বেড়েছে যে ২০৬০ সালের মধ্যে পৃথিবীতে গড়ে ১.৯° সেন্টিগ্রেড থেকে ৬.৯° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়ে দিয়েছে আই পি সি সি।

তার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হিমবাহ গলতে শুরু করেছে।

অঙ্কিতাঃ- স্যার অনেকেই মনে করছে যে এবছর এত পোকামাকড়ের কারণ আসলে জলবায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি?

অরুণাভবাবুঃ- হ্যাঁ আপনি যদি যুক্তি দিয়ে ভাবতে চান তাহলে সমস্ত সম্ভাবনাকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। বিশ্বউষ্ণায়ণ একটা কারণ অবশ্যই।

ঐশ্বর্যঃ- স্যার আমরা বিভিন্ন গ্রামে সমীক্ষা করতে গিয়ে চাষীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, ওনারা বলছেন এত পোকামাকড় এর আগে দেখা যায় নি। এমন কি বিভিন্ন অঞ্চলে মশা মাছির উপদ্রবে প্রাণ হানি ঘটছে। শহর থেকে গ্রাম চাষীদের ফসল বাঁচাতে পোকা মাকড় মারতে গিয়ে কড়া কড়া কীটনাশক ব্যবহার করতে হচ্ছে।

অরুণাভবাবুঃ- আসলে অতীতের তাপমাত্রার প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করে এই বরফ, পাথর জীবাশ্ম এর মধ্যে যে প্রাকৃতিক ভাবে সংরক্ষিত থাকে সুতরাং এই পদ্ধতিতে যেভাবে তাপমাত্রা মাপা হয় তা এটি একটি পরোক্ষ পদ্ধতি।

আসল ব্যাপারটা কি হয় জানোতো। প্রত্যেক বছরই একটা বরফের স্তরের উপর আরেকটা স্তর তৈরী হয়। এইভাবে বরফের স্তর ক্রমশ বাড়তে থাকে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই স্তরগুলো আলাদা করে চোখেও পরে ।

আর একটা ব্যাপার কি জান তো? পৃথক পৃথক উষ্ণতায় বরফ পৃথক পৃথক রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে।

এইজন্যই তো দেখ গ্রীণল্যান্ডের বরফ প্রায় আড়াই লক্ষ বছরের তাপমাত্রার হদিশ আমাদের দিয়ে থাকে। আবার আন্টার্কটিকার বরফ ৮ লক্ষ বছরের খবর দেয়।

রাজুঃ- স্যার তাহলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলে পোকাদের খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়, তার পর আর যা হয় সেটা সহজে হজমও করে ফেলে, ফলে তাদের বৃদ্ধিও তাড়াতাড়ি হয় এবং খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটে যেটা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর।

অরুণাভ বাবুঃ- (হেসে বললেন) তুমি একদম ঠিক বলেছ।

ঐশ্বর্যঃ- স্যার তাহলে বাঁচার উপায় কি?

অরুণাভ বাবুঃ- কীটনাশক অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে দেওয়া যাবে না। জৈব পদ্ধতি যাতে ব্যবহার করে সেদিকে দেখতে হবে, আর তোমাদের মত উৎসাহী, উদ্দমী পরিবেশপ্রেমীদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। আরও মানুষজনদের কাছে পৌঁছতে হবে। যে পরিবেশের ক্ষতি মানে আমাদের ক্ষতি।

আপনারা যদি আপনাদের এলাকায় বা কোন গ্রামে বা শহরে কোন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করেন তাহলে আমরা আপনাদের পাশে আছি। আমরাও পৌঁছে যাব আপনাদের কাছে। নমস্কার।

স্যারঃ- ঐশ্বর্য তুমি সমগ্র অনুষ্টানটা রেকর্ড করেছ তো, সুপ্রিয় তো প্রয়োজনীয় ছবি তুলে নিয়েছ, তাই না।

সুপ্রিয়ঃ- হ্যাঁ স্যার, সঙ্গে ভিডিও করেছি।

স্যারঃ- তাহলে অরুণাভবাবু ও রাজর্ষিবাবুর সাথে একটা গ্রুপ ছবি তুলে নাও।

সুপ্রিয়ঃ- স্যার রেডি, বলেই (ক্যামেরা স্যাটারের আওয়াজ)

অরুণাভ বাবুঃ- ধন্যবাদ, আবার দেখা হবে।

রাজর্ষি বাবুঃ- আপনাদের কে ও অসংখ্য ধন্যবাদ, আবার দেখা হবে কিন্তু। ভালো থাকবেন।